মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

# সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. KOL RMS/474/2016-18
Published on 3rd June, 2018

মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির ও সুলভে বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে :
৯৪৩৩০৯৮০২২, ৯৮৩০৫৬০২৯৬

থ্যালাসেমিয়া বিরোধী সচেতনতার লড়াইয়ে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সাথী হন।

June, 2018 Volume-IV, Issue-IV 8 Pages, Rs. 2.00 Regd. No-WBBEN/2015/63375

# হাজার কণ্ঠে দৃপ্ত শপথ থ্যালাসেমিয়া দূর হটো



সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে শ্যামবাজারে ৮ মে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উদ্‌যাপনের মঞ্চে সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। চিত্র : কুশল দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি-৮মে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস। বছরের প্রতিটি দিনই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কাছে ৮ মে। কারণ থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার কাজে সারা বছর ধরেই এই সংগঠনের কর্মপ্রয়াস অব্যাহত থাকে বলে জানান সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, এই মারণ রোগ রোধের একটাই পথ, জন্মের এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত মাত্র একবার বাহক রক্তপরীক্ষা করিয়ে জেনে নিতে হবে আপনি বাহক কিনা। বাহকে বাহকে বিবাহ কখনই নয়।

ফি বছরই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসকে সামনে রেখে শহর ও জেলা জুড়ে সপ্তাহব্যাপী মারণরোগ থ্যালাসেমিয়া রোধে প্রচার শিবির সংগঠিত করে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ৩ রা মে থেকে শুরু করে ৭ মে পর্যন্ত চলেছে শহর ও জেলাতে প্রচার শিবির। ৮মে শ্যামবাজার পাঁচমাথার সংযোগস্থলে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের মূল অনুষ্ঠানটি ছিল স্বতন্ত্র। কারণ এদিন অনুষ্ঠানের মঞ্চটি ছিল থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু শিল্পী, শারীরিকভাবে অক্ষম শিশু শিল্পী এবং অগণিত ক্লাব সংগঠনের সম্মিলিত মিলন মঞ্চ। সন্ধ্যা থেকে শুরু করে রাত দশটা পর্যন্ত সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের এই অনুষ্ঠানটি ছিল দর্শকে পরিপূর্ণ।

সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সব সদস্যই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চে বিশেষ গুণীজনদের মধ্যে ছিলেন কলকাতা দূরদর্শনের আধিকারিক অরুময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ফুটবল প্রশিক্ষক মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীতের নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড় স্বপন সেনগুপ্ত, মিহির বোস, রক্তদান আন্দোলনের পথিকৃৎ পরেশ সরকার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি, সহ সভাপতি সারদাত্মানন্দ মহারাজ, ডাঃ শেখর ঘোষ, সংগঠনের অন্যতম সদস্য, সিটি কেবলের ডিরেক্টর তিনকড়ি দত্ত এবং আইনজীবী ও কোষাধ্যক্ষ অজয় চৌবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে এদের সকলকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সুদর্শন রক্ষিতের নিপুণ পরিচালনায় স্তোত্র পাঠ দিয়ে শুরু হয় বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসের অনুষ্ঠান।



বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসে মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করছেন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিল্পী প্রিয়াঙ্কা ব্যানার্জি। মঞ্চে রয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। চিত্র : সন্দীপ মিত্র

থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুশিল্পী ঋতুপর্ণা মণ্ডলের আবৃত্তি, প্রিয়াঙ্কা ব্যানার্জির নৃত্য, সিমরান, মৌমিতা রায় ও কুশনিক বাগচির আবৃত্তি, শারীরিক প্রতিবন্ধী কিশোরশিল্পী ঋতম দাসের সংগীত পরিবেশন উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে মোহিত করেছে। প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী চামেলী ধর মঞ্চে খালি গলায় পরিবেশন করেন একটি অনবদ্য রবীন্দ্রসংগীত। গেয়েছেন শিল্পী জয়ন্ত পাল। সাংগীতিক গোষ্ঠীর প্রয়াসও প্রশংসনীয়। বিক্রম রায়ের কথা বলা পুতুলের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কুইজ পরিচালনা করেন সম্পাদক। সঙ্গে চলে সফল উত্তরদাতাদের মধ্যে পুরস্কার প্রদানও।

থ্যালাসেমিয়া নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি এবং ডাঃ শেখর ঘোষ। এছাড়া সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের এই কর্মযজ্ঞের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন ফুটবল ব্যক্তিত্ব মৃদুল ব্যানার্জি, স্বপন সেনগুপ্ত এবং মিহির বোস, সুবীর সাহা, পরেশ সরকার সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের মাঝামাঝিতে 'মা অন্নপূর্ণা' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। নাটকের কুশীলবরা সকলেই সংগঠনের কাছের মানুষ। তাঁরা হলেন শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, রিক্তা বিশ্বাস, তপন ব্যানার্জি, শোভন চক্রবর্তী ও সৌমিতা পাল। নাটকটি পরিচালনা, প্রযোজনা ও প্রস্তুনায় ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য।

এরপর ২-এর পাতায়

## এক পলকে দেশ

### একই দামে রেশন

নয়াদিল্লি-আগামী এক বছরে গণবন্টন ব্যবস্থায় খাদ্যশস্যের দাম বাড়ানো হবে না। কেন্দ্রিয় খাদ্যমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান জানান, খাদ্যশস্যের দাম নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী।

### পরিবেশ রক্ষার দায়ে

তুতিকোরিন-বন্ধ হল তামিলনাড়ুর তুতিকোরিনে বেদান্তর স্টার লাইট কপার ইউনিট। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভে এখানে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান ১২ জন বিক্ষোভকারী। বিক্ষোভটি ছিল দূষণের বিরুদ্ধে।

### নতুন কার্গো

নয়াদিল্লি-উত্তর-পূর্বের কৃষিজ সামগ্রী দ্রুত মধ্য ও পশ্চিম ভারতের বাজারে পৌঁছে দেবার জন্য দেশের প্রথম পার্সেল কার্গো ট্রেন চলবে গুয়াহাটি থেকে মহারাষ্ট্রের কল্যাণ পর্যন্ত।

### আকাশ ছোঁয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি-কলকাতায় পেট্রোল ও ডিজেলের দাম ৮০ ছুঁয়েছে। স্বাধীনতার পর কলকাতায় এটাই সর্বোচ্চ। গত এক বছরে ডিজেলের দাম লিটারে বেড়েছে প্রায় ১৪ টাকা।

### মাওবাদী হামলা

রায়পুর-ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ায় মাওবাদীদের আই ই ডি বিস্ফোরণে প্রাণ গেল সাত পুলিশ আধিকারিকের।

### গোরক্ষকদের তাণ্ডব

ভোপাল-গোরক্ষকদের তাণ্ডবে মধ্যপ্রদেশের সাতনাতে পিটিয়ে খুন করা হল রিয়াজকে (৪৫)। গণপ্রহারে তার সঙ্গী শাকিলের অবস্থা সঙ্কটজনক। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে চারজন।

### ফেরত পুরো ভাড়া

নয়াদিল্লি-নির্ধারিত সময়ের ২৪ ঘণ্টা আগে বিমান ছাড়তে দেরি হলে টিকিটের পুরো দাম মেটাতে হবে। কেন্দ্রিয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক এই প্রস্তাব এনেছে।

## এক পলকে রাজ্য

### মহেশতলায় জয়ী তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি-মহেশতলা বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দুলাল দাস ৬২,৭৬৫ ভোটে জিতলেন। দ্বিতীয় স্থানে বিজেপি এবং তৃতীয় স্থানে বামফ্রন্ট।

### নতুন নিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি-মাংস কাণ্ডের পর আমজনতার অবস্থা ফেরাতে ফুড ল্যাবগুলির মানদণ্ড বদলে দেওয়া হবে। এফ এস এস এ আই-র নিয়ম মেনে চলতে হবে।

### বেতন বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি-সিভিক ভলান্টিয়ারদের বেতন ২৫০০ টাকা বাড়িয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাড়তি বেতন মিলবে অক্টোবর থেকে।

### দেশিকোত্তম বাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি-এবারের সমাবর্তনে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সম্মান দেশিকোত্তম কেউ পেলেন না। সম্ভাব্য প্রাপকদের তালিকায় সিলমোহর দেয় নি কেন্দ্রিয় মানবসম্পদ মন্ত্রক।

### হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি-ইতিহাস রচিত হল মহানগর কলকাতায়। ব্যাঙ্গালোর দিল হৃদযন্ত্র, অপারেশন করলেন চেন্নাইয়ের চিকিৎসকরা, অস্ত্রোপচার হল কলকাতায় আর অঙ্গ পেলেন দেওঘরের রোগি।

### ভাগাড় খাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি-ভাগাড়ে রেজিস্টার চালুর ভাবনাচিন্তা করছে রাজ্য প্রশাসন। প্রতিদিন কত মরা পশু ভাগাড়ে জমা পড়ছে তারই হিসাব রাখা হবে।

### পঞ্চায়েতে ঘাস ফুল

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচনী গণ্ডগোলে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

### প্রয়াত চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রয়াত বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (৮৪) ১৭ মে কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে মারা গেলেন।

# এখানে - ওখানে

## হাজার কণ্ঠে দৃপ্ত শপথ থ্যালাসেমিয়া দূর হটো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসকে কেন্দ্র করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের এইবছরের অনুষ্ঠানের 'কার্টেন রেজার' হয়েছিল ২ মে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে। সাংবাদিক সম্মেলনের পরের দিন থেকেই সংগঠনের সদস্যরা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েন সপ্তাহব্যাপী থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরকে সফল করতে। এবারের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনের তিন সদস্য মালঞ্চ সাহা, আলোকনা সিকদার এবং ববিতা দাস ও আঞ্চলিক প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন প্রিয়জিত ভৌমিক। বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসে এবার সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের অঙ্গীকার, চলতি বছরের তিন মাস (মে, জুন ও জুলাই) রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বাহক রক্ত পরীক্ষা করা হবে। বছরের বাকি মাসগুলোতে ভর্তুকি মূল্যে (প্রতি পরীক্ষা ১০০



কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী প্রচার কর্মসূচির ঘোষণা করছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। উপস্থিত রয়েছেন সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি, ডাঃ শেখর ঘোষ, ডাঃ কে. কে. ভট্টাচার্য, শিল্পী মুখার্জি, মালঞ্চ সাহা এবং অন্যান্যরা। নিজস্ব চিত্র

টাকা) ছাত্রছাত্রীদের এই বাহক রক্ত পরীক্ষা চালু থাকবে।এবার ৮মে সংগঠনের অডিটোরিয়ামে অভিভাবকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ওষুধ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।এই কাজে ব্যাপক সাড়া মিলেছে।

অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন সংগঠনের সদস্য এবং পৃষ্ঠপোষকরা। এরপর একে একে ফোরাম ফর দুর্গোৎসব সমিতির সভাপতি নীতিশ সাহা, আলোয় ফেরার চন্দন ঘোষাল, বাগবাজার পল্লী দুর্গোৎসব কমিটির সৌমেন চ্যাটার্জি, বাগবাজার গঙ্গা আরতি সংস্থা, টালা প্রত্যুষা, কদমতলা মিলন সংঘের প্রতিনিধিদের, শিক্ষা এডুকেশনাল ট্রাস্টের বিনয় ঘোষকে, পৃষ্ঠপোষক আর কে দাস, আমার অধিকারের রূপা ব্যানার্জিকে, সত্যিকথা পত্রিকার শুভাশীষ চ্যাটার্জিকে, লাইফের কমল ধরকে, গার্গীর কল্পনা ঘোষকে, বিবেকানন্দ অর্গানাইজেশনের কমল চ্যাটার্জি, আস্থা ফাউন্ডেশনকে, বাগবাজার ত্রিকোণীর চঞ্চল বোস, দিগন্ত ব্যায়ামাগারের রামকৃষ্ণ বসাককে, নবীনজি ও শ্যামাজি সহ অন্যান্যদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। সমস্ত অনুষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সঞ্চালক গৌতম সুন্দর। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৮তম জন্মদিবসের প্রাক্কালে মঞ্চে সমবেত কণ্ঠে 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তির কথা ঘোষণা করেন।

## বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসকে সামনে রেখে প্রাক্ প্রচার শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস (৮ মে) উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এবারও সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ৩ মে থেকে সপ্তাহব্যাপী কলকাতা ও শহরতলীতে থ্যালাসেমিয়া রোধে প্রচারশিবির সংগঠিত হল। প্রতিটি প্রচার শিবিরকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ও উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। প্রতিটি শিবিরেই থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে কুইজ এবং পুতুল নাটক মঞ্চস্থ হয়।

**৩ মে প্রচার শিবির :** ব্যারাকপুর স্টেশনের সামনে এই প্রচার শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রক্তদান আন্দোলনের প্রথম সারির সৈনিক পরেশ সরকার। তাকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রচারশিবিরের বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য এবং পরেশ সরকার। ওইদিন দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রচার শিবির অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ব্যারাকপুর প্রগতিশীল নাগরিক সমিতির উদ্যোগে এবং সহযোগিতায় ইছাপুর জাতীয় ক্লাব। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উদ্যোক্তা সংগঠনের সভাপতি সুব্রত মল্লিক, সম্পাদক বিজয় মুখার্জি, ভোলা ঘোষ, সঞ্জয় মুখার্জি এবং স্থানীয় পুরসভার চেয়ারম্যান মলয় ঘোষ। শিবিরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সহ বিজয় মুখার্জি এবং মলয় ঘোষ। সহযোগিতায় ছিলেন সংগঠনের সদস্য বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী। তৃতীয় পর্যায়ে এদিন আগরপাড়া নিশান ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে প্রচার শিবিরে বক্তব্য রাখেন সভাপতি দেবজ্যোতি রাহা, সম্পাদক সুমন সরকার। উপস্থিত ছিলেন দিলীপ মাঝি সহ অন্যান্যরা।

**৪ মে প্রচারশিবির :** এদিন প্রথম প্রচার শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় উল্টোডাঙ্গা ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে। শিবিরে বক্তব্য রাখেন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পার্থ দাস এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পরিমল পাল।

কেষ্টপুর রবীন্দ্রপল্লির সহজ পাঠ-এর উদ্যোগে এদিনের দ্বিতীয় প্রচারশিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের চেয়ারম্যান আশীষ ভট্টাচার্যের সহযোগিতায়। শিবিরে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য।

তৃতীয় পর্যায়ে রাজীব রায় চৌধুরীর উদ্যোগে বাগুইআটি জোড়ামন্দির শাস্ত্রী বাগান স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে থ্যালাসেমিয়া প্রচার শিবিরে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। এখানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক এবং কুইজও পরিচালনা করেন তিনি। এদিনের শেষ প্রচার শিবিরটি আহ্বানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় মধ্যমগ্রামের রবীন্দ্রমঞ্চে। আহ্বানের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি অর্নব চক্রবর্তী, সম্পাদক প্রীতম সাহা ও বিশেষ অতিথি প্রসেনজিৎ মণ্ডল, ও দীপঙ্কর সরকার। শিবিরে বক্তব্য রাখেন সঞ্জীব আচার্য এবং অনুপম দাস। সম্পাদক এবং সংগঠনের সদস্য তপন ব্যানার্জি ও অনুপম দাসকে সম্বর্ধনা জানায় আহ্বান।

**৫ মে ও ৬ মে প্রচার শিবির :** টানা দুদিন শহরে আটটি প্রচার শিবির সরাসরি পরিচালনা করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। ৫ মে থ্যালাসেমিয়া প্রচার শিবিরগুলো সংগঠিত হয় এসপ্ল্যানেড, আকাদেমি অব্ ফাইন আর্টস, হাজরা মোড় এবং বালিগঞ্জ স্টেশনের সামনে। প্রত্যেকটি শিবিরে প্রচুর জনসমাগম হয়। ৬ মে প্রচার শিবির শুরু হয় কলেজ স্ট্রিট থেকে। এখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী প্রবন্ধ রায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে বেলেঘাটা গোল কালীমন্দিরের সামনে সাইক্লোন অ্যাথেলেটিক ক্লাবে প্রচারশিবিরে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি অভয় সানাই ও সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস। তৃতীয় প্রচার শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় সল্টলেকে বৈশাখী আবাসনের সামনে। এখানে সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আহ্বায়ক শিল্পী মুখার্জি। এদিনের শেষ অনুষ্ঠানটি হয় দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটে কদমতলা মিলন সংঘে।

**৭ মে প্রচার শিবির :** থ্যালাসেমিয়া রোধে প্রচার শিবিরের শেষ দিনে প্রথম শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় মল্লিক বাজার ও পার্ক স্ট্রিটের সংযোগস্থলে অ্যালায়েন্স হিলিং সেন্টারের উদ্যোগে। অ্যালায়েন্সের পক্ষ থেকে সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডি. কে. খান্ডেলওয়াল এবং মনুভাই দেওয়ান প্রচার শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। এই শিবিরে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য ও সংগঠনের সদস্য অনুপম দাস। কুইজ পরিচালনা করেন সম্পাদক নিজেই। দ্বিতীয় পর্যায়ে বৌবাজারে ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়ার সামনে প্রচার শিবিরে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত গায়ক রুদ্র রায়। এখানে কুইজ পরিচালনা করেন অনুপম দাস। কুইজে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন শিল্পী রুদ্র রায়। এদিন তৃতীয় প্রচার শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় শোভাবাজারে। এই প্রচার শিবিরে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক। এই শিবিরে মানুষের ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

## দিগন্তের রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি-দিগন্ত ব্যায়ামাগারের উদ্যোগে ২০ মে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির ও দেহশ্রী প্রতিযোগিতা। রক্তদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য।

## সেবায়নের প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি-গোপাল চন্দ্র বোস লেনে ২১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য, চক্ষু পরীক্ষা তৎসহ চশমা প্রদান শিবির। অনুষ্ঠানে স্থানীয় সাংসদ সহ রাজ্যের মন্ত্রীগণ এবং কলকাতা পুরসভাসহ অন্যান্য পুরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ও সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যসহ অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

## জরুরি পরিষেবা

### হাসপাতাল

এসএসকেএম (পিজি)-২২০৪১১১০
২২২৩১৫৮৯
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ
২২৪১৪৯০১
ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ
২২৮৯ ৭১২২-২৩
এনআরএস-২২৬৫৩২১৪-১৭
আরজিকর-২৫৫৫-৮৮৩৮,
২৫৫৫৭৬৭৫-৭৯
আইডি (বেলেঘাটা) ২৩৭০১২৫১

### ব্লাডব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক-২৩৫১০৬১৯
হেমাটোলজি-২২৮৩৬৯৪০৫২২৯৮
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-
২২৪১-৪৯০১

### এয়ারলাইন্স

দমদম বিমানবন্দর-২৫১১৮৭৮৭

### রেল অনুসন্ধান

শিয়ালদা-২৩৫০৩৫৩৬, ২৩৫০৮৮৩৯
হাওড়া-২৬৩৮৭৪১২, ২৬৩৮৩৫৪২,
২৬৩৮২৫৮১
হাওড়া সিটি কমপ্লেক্স-২৬৩৮২২১৭
মেট্রো রেলওয়ে কন্ট্রোল-২২২৬৬৮১৭

### রাতের ওষুধ, অক্সিজেন

লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
নন্দন মেডিকেল-২৩৫৮১৭২৩
জীবনদীপ-২৪৫৫০৯২৬
সাউথ ক্যাল ব্যুরো-২৪৬৪৪৩২২

### নার্স / সেবিকা

সাউথ ক্যালকাটা নার্সেস-২৪৬৪৪৩২২
সিটি পয়েন্ট-২৪৬৬১১৩
জনকল্যাণ-২৮৩৭২০১২
হেলথ কেয়ার-২৪১৬৪৬৭৫
আলো-২৪৭২১০৩৯
সিস্টার-২৪৪২৩৩৬৩
লোকনাথ-২৩৭২৭৬৫
লাইফ কেয়ার-২৫৭৬৮৭০২
নিবেদিতা-২২৬৪৭৮১০
আনন্দময়ী-২৪৬৪৭২৯৪
প্রিন্স-২২৮৬৭৩৬২
পেলিকান-২৪৫২৭৬৯২৪
সঞ্জীবনী-২৩৬০৭৬৮১
টেন্ড নার্সেস-২৫৫৫৪৯৭৫
নার্সেস আসো-২২৪১৬৮২৪

### কলকাতা পুলিশ

লালবাজার কন্ট্রোল-২২১৪৩০২৪,
২২১৪৩২৩০
রাজ্য পুলিশ-২২১৪৫৪৮৬
দঃ ২৪ পরগণা পুলিশ-২৪৭৯১৮৭০
দমকল-২২৫২৬৬৬৬/৬১৬৪/৩১৭০
ভবানী ভবন-২৪৭৯১৭৬১
নিখোঁজ-২৪৫০৬১০০/৬১৭৪
ট্রাফিক কন্ট্রোল-২২১৪৩৬৪৪,
২২১৪১৪৭৩, ২২১৪১৪৭৬
ডিডি ক্রাইম কন্ট্রোল-২২১৪১৪৩১,
২২৫০৫১৬৬
ট্যাক্সি অটো রিফিউজাল-১০৭৩ (টোলফ্রি)
ভোডাফোন গ্রাহকদের জন্য
২০০০/২০০১
সিনিয়র সিটিজেন হেল্প
লাইন-৯৮৩০০৮৮৮৮৮
মেডিক্যাল হেল্প লাইন-৯৮৩০০৭৯৯৯৯
কমিশনার অফ পুলিশ-২২১৪৫০৬০

### শববাহী গাড়ী

মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
পিস হাভেন-২২৫৫৭২৫৭
শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব-২৫৩৪০০০২
উত্তর কলকাতা উন্নয়ের
পথে-৩২৫০১০৮৯/৯৮৩০১৭৩৮১৪
হিন্দু সৎকার সমিতি-২২৪

### অ্যাম্বুলেন্স

সেরাম সৃষ্টি নার্সিংহোম ৯৮৩০৭০৩৬৪০
সাউথ এন্ড পলিক্লিনিক-২৪৬৬২৪৩৩
লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
শুশ্রূষা-২৪৭৫৪৩২০
শিশু-২৪৭৪৫৪৫৫
শিশির কুমার ইন্স-২৩৫৩০৩৮২
রানি রাসমণি মিশন-২৪৩১৯৮৮৫
জনমঙ্গল-২৪৬৬২৮৭৯
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
আলিপুর চেতলা বস্তি
উন্নয়ন-২৪৪৯০২৮৬
মীরা সেবা-২৪১১৮৩১৬
মাতৃসংঘ জন কল্যাণ আশ্রম-২৪৭৫৪৫২৭
ড. বিধান রায় মেমো-২৫৭৪৯৭৩৬
কুমারটুলি ইন্স-২৩৩০৫৫৩১
তালতলা পিপল-২২৬৫৩২৩৯
রাজীব গাঁধী-২৩৫৪৭০৭০
শিবমন্দির-২৪৬৩৬৭৪৯
এমার কেয়ার-২৩২০৩১৮১

AN ISO CERTIFIED LAB.
SERUM™
ANALYSIS CENTRE (P) LTD. KOLKATA
ভারতের অন্যতম বৃহৎ থাইরয়েড
এবং অন্যান্য রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র
98302 74990, 98302 74988
আপনার নিকটবর্তী রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

SERUM™
ANALYSIS CENTRE (P) LTD.
13/1, Bhupen Bose Avenue (opp. Manindra College), Kol-700004,
Ph.: 2530 0696 / 6572, 98302 74990
Fax: 2530 0696
Email: serum.kol@gmail.com
web: www.sserumanalysiscentre.com

## শক্তি প্রদর্শন

মস্কো-ভিক্ট্রি ডে প্যারেডে নতুন নতুন যুদ্ধাস্ত্র প্রদর্শন করল রাশিয়া। ৯ মে রেড স্কোয়ারে দেখা গেছে নতুন নতুন ট্যাঙ্ক ও ড্রোন। কিছু স্বয়ংক্রিয় যানও সেখানে ছিল। উল্লেখযোগ্য পরমাণু অস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার নতুন ব্যবস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির ৭৩ বছর পূর্তিতে এই প্যারেডের সাক্ষী ছিলেন প্রেডিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। প্রধান অতিথি ছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানইয়াপু।

## উদ্ধার সাত দেহ

সিডনি-অস্ট্রেলিয়ার ওয়াশিংটনে একটি রেসিডেন্সিয়াল এলাকা থেকে উদ্ধার হল চারটি শিশুসহ সাতজনের দেহ। এদের প্রত্যেকেরই দেহে ক্ষতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## প্রবীনতম প্রধানমন্ত্রী

কুয়ালালামপুর-মালয়েশিয়ায় ১৯৫৭ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা বারিয়ান নাসিওনাল (বিএন) জোটকে হারিয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন মহাথির মহম্মদ। ৯২ বছরের মহাথির বিশ্বের প্রবীনতম নির্বাচিত নেতার মর্যাদা পেতে চলেছেন। শাসকদলের নেতা হিসেবেই মহাথির ১৯৮১-২০০৩ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর পদে ছিলেন। হঠাৎ করে মহাথির ক্ষমতায় থাকার জন্য সোজা বিরোধী দলে নাম লেখান।

## বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ

ঢাকা-এই প্রথম মহাকাশে উপগ্রহ পাঠাচ্ছে বাংলাদেশ, উপগ্রহের নাম বঙ্গবন্ধু-১। ১০ মে ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল লঞ্চ প্যাড থেকে এই উপগ্রহ রওনা হবে মহাকাশে। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই উপগ্রহটিকে মহাকাশে পাঠানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের চার ছাত্র। এই উপগ্রহটিকে দিয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে।

## নবজন্ম

ইসলামাবাদ-রূপান্তরকামীদের অধিকার রক্ষায় পাকিস্তানের পার্লামেন্টে পাশ হল নতুন বিল। এই বিষয়ে পাকিস্তানে আন্দোলনকারীরা বলছেন, এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁদের মতে এই বিলের ফলে বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তি পাবেন অনেক রূপান্তরকামী।

## নওয়াজ দেশদ্রোহী

ইসলামবাদ-'বিশ্বাসঘাতক'-এর তকমা পেয়েছিলেন আগেই। এবার পাকিস্তানের তিনটি প্রাদেশিক আইনসভা প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগ এনেছে। নওয়াজকে ফাঁসিতে ঝোলানোর দাবি তুলেছে বিরোধী দল তেহরিক-ই-ইনসাফ। ২৬/১১-তে মুম্বাই হামলা করেছিল পাকজঙ্গিরা বলে মন্তব্য করেছেন নওয়াজ শরিফ।

## অগ্ন্যুৎপাত

হাওয়াই-ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল আগুনের দৈত্য। ৬ মে থেকে তা পূর্ণগতিতে অগ্ন্যুৎপাত শুরু করল। কিলাউইয়া থেকে আগ্নেয়গিরি লাভাস্রোত গলগলিয়ে বেরিয়ে আসছে।

## গাজা বার্তা

ভ্যাটিকান সিটি-ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের মধ্যে বিবাদ নিরসনের পথ হচ্ছে আলোচনা ও সমন্বয়। ভ্যাটিকান সিটির প্রার্থনার এই বার্তা দিলেন পোপ ফ্রান্সিস।

সাগর পারের



টুকিটাকি

## অভিবাসন নিয়ে

লন্ডন-আইনি ও বেআইনি অভিবাসনকে পৃথক করে চিহ্নিত করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে উদ্যোগী হওয়ার আবেদন জানাল ভারত। রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি তন্ময় লাল বলেন, বহুক্ষেত্রে অভিবাসীরা সমস্যায় পড়ছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে আইনের ফাঁক দিয়ে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছেন মানুষ।

# বিয়েতে নেই বাবা

রাজজুটি : হ্যারি ও মেগান

লন্ডন-রাজ পরিবারের বিয়েতে শেষ পর্যায়ে এসে সমস্যা তৈরি হয়েছিল কনের বাবা টমাস মার্কসকে নিয়ে। ১৯মে, শনিবার উইনসর প্রাসাদে সেন্ট জর্জেস চ্যাপেলের করিডর ধরে মেয়ে মেগানের সঙ্গে হাঁটার কথা ছিল টমাসের। কিন্তু তিনি বিয়েতে এলেন না। মেগানের মা ডেরিয়া রাগল্যান্ড হাঁটলেন মেয়ের সঙ্গে। ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড টমাসকে নিয়ে নানারকম খবর প্রকাশিত হয়েছে, তাতে অস্বস্তি পড়েছে রাজপরিবার।

## পাল্টা ব্যবস্থা

ইসলামাবাদ-পাকিস্তানের কূটনীতিকদের ওপর বিধিনিষেধ ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে আমেরিকায়। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে মার্কিন কূটনীতিকদের ওপরে একগুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে পাকিস্তান।

## ভোট ভেনেজুয়েলা

কারাকাস-প্রধানমন্ত্রীর বিরোধী জোটের বয়কটের মধ্যেই ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটগ্রহণ করা হল ২০ মে। তাঁর প্রধান বিরোধী হলেন গভর্নর হেনরি ফ্যালিকন।

## ক্ষমা চাইলেন ট্রুডো

জেরুজালেম-নাৎসি অত্যাচারে দেশ ছেড়ে সমুদ্রে ভেসে ছিলেন ইহুদিরা। ১৯৩৯ সালে সেন্ট লুই জাহাজে চেপে কানাডার দিকে রওনা হন ৯০৭ জন শরণার্থী। কানাডা তাদের দেশে ঢুকতে দেয়নি। ফিরিয়ে দিয়েছিল আমেরিকা আর কিউবাও। ফেরার পথে মারা যান অধিকাংশ শরণার্থী। ৮ মে-তে ঘটা এই ঘটনাকে স্মরণ করে ক্ষমা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তিনি বলেছেন, 'এটা গণহত্যার ঘটনা। কলঙ্কিত অধ্যায়।' এই ঘটনার বিচার হওয়া দরকার।


সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২




# ডাক্তারবাবু, শুনছেন!




ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ৯৮৩০০৬৬৫২৯

**প্রঃ ধূমপানের অপকারিতা ও প্রতিকার সম্বন্ধে জানতে চাই।**

**চন্দন ধর, যাদবপুর**

**উঃ** ধূমপান যে কত ক্ষতিকারক তা সবাই জানে। তবুও কত মানুষ এই খারাপ অভ্যাসের শিকার। নানা রকমের সমস্যা দেখা দেয় ধূমপান থেকে।

সিগারেট, বিড়ি, সিগার, পাইপ প্রভৃতি থেকে তামাক পুড়ে যে ধোঁয়া তৈরি হয় তার থেকেই নেশা (Addiction) হয়। নিকোটিন (Nicotine) নামক পদার্থ মূলত আসক্তির (Addictive character) জন্য দায়ী। তাছাড়াও আরও কিছু পদার্থেরও ভূমিকা থাকে। ধূমপান করলে শ্বাসনালী ও ফুসফুসে পদার্থ জমা হয়, যাকে টার (Tar) বলে।

সিগারেট বা বিড়ির ধোঁয়া থেকে নিকোটিন ফুসফুসে চলে যায় এবং সেখান থেকে শোষিত হয়। সিগার বা পাইপ থেকে নিকোটিন মূলত মুখের থেকে শোষিত হয়, ফুসফুসে তেমন যায় না।

ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব—(১) হার্ট এবং রক্তনালীর অসুখ (Cardio vascular Diseases) ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাবে বড় রক্তনালীর অসুবিধা (Large Vessel Atherosclerosis) এবং ছোট রক্তনালীর অসুখ (Small Vessel Disease) হতে পারে। এর প্রভাবে ধমনীর মধ্যে পদার্থ জমা হয়ে সরু হয়ে যাওয়া (Atherosclerosis), অনুচক্রিকা জমাট বাঁধা (Platelet Aggregation) এবং রক্তনালী বন্ধ হয়ে যাওয়া (Vascular Occlusion), প্রভৃতি হতে পারে, এবং যার ফলে করোনারী আর্টারী ডিজিজ (Caronary Artery Disease), হার্ট অ্যাটার্ক (Myocardial Infarction), স্ট্রোক (stroke) প্রভৃতি দেখা দেয়। এর সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension), লিপিড বেশী থাকা (Dyslipidaemia) প্রভৃতি থাকলে এই সব অসুখের সম্ভাবনা বাড়ে। হঠাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনা (Sudden Cardiac Death) বাড়ে।

ধূমপান ছেড়ে দিলে কয়েক মাস পরে এই সবের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

(২) শ্বাসজনিত অসুখ (Respiratory Disease)— প্রায় ৯০ শতাংশ COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) ধূমপানের জন্য হয়ে থাকে। নিয়মিত ধূমপানের ১-২ বছরের মধ্যেই অনেক কমবয়সী ধূমপায়ীদের শ্বাসনালীগুলিতে প্রদাহ দেখা দেয় (Inflammatory Changes)। প্রায় ২০ বছর ধূমপানের পর ফুসফুসে কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। অনেকেরই একটা কাশি দেখা দেয় (smoker's cough)। দীর্ঘস্থায়ী ক্ষেত্রে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস (Chronic Bronchitis) ও এমফাইসিমা (Emphysema) প্রভৃতি দেখা যায়। শ্বাসকষ্ট ও কাশি হয় এবং অনেকক্ষেত্রে রোগী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ধূমপান বন্ধ করলে কিছু পরে অবস্থার কিছু উন্নতি হতে পারে।

(৩) ক্যান্সার–ফুসফুসের ক্যান্সার, মুখ, নাক, সাইনাস, শ্বাসযন্ত্র, খাদ্যনালী (Oesophagus), পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয় (Pancreas), যকৃত (Liver), কোলন (Colon) ও রেকটামের (Rectum) এর ক্যান্সার, মূত্রথলি (Urinary Bladder), ইউরেটার (Ureter), Uterine Cervix এর ক্যান্সার, মাইলয়েড লিউকেমিয়া (Myeloid Leukaemia), প্রভৃতি ধূমপান থেকে হতে পারে। ধূমপান থেকে স্তন ক্যান্সার (Breast Cancer) এর সম্ভাবনাও বাড়তে পারে। বেশী সংখ্যায় এবং বেশীক্ষণ ধরে ধূমপান করলে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। ধূমপান বন্ধ করলে এই সম্ভাবনা খানিকটা কমে।

**ধূমপান এবং অ্যালকোহল ব্যবহার** : দুটোই থাকলে কিছু ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ে। যেমন, মুখ এবং খাদ্যনালীর ক্যান্সার। এছাড়াও ধূমপানের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসবেস্টস, র‍্যাডন প্রভৃতি সংস্পর্শে এলে ফুসফুসের ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ে।

**(৪) গর্ভাবস্থা (Pregnancy)** : ধূমপানের ফলে গর্ভাবস্থায় অনেক জটিলতা হতে পারে, যেমন, Premature rupture of Membranes, Abruptio Placentae, Placenta Previa প্রভৃতি। Spontaneous Abortion এরও সম্ভাবনা থাকে। ধূমপায়ী মায়েদের বাচ্চাদের Preterm Delivery, বেশী Perinatal mortality rate, small for Gestational Age, Infant Respiratory Distress syndrome, sudden infant death syndrome, Developmental Lag, প্রভৃতি হতে পারে।

**(৫) অন্যান্য** : ধূমপান পেপটিক আলসার উপশমকে বিলম্বিত করতে পারে, ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা বাড়ায়, টিবি, অস্টিওপোরোসিস, রিউম্যাটয়েড, আর্থ্রাইটিস, সেনাইল ক্যাটারাক্ট, ম্যাকুলার ডিজেনারেশন (Macular Degeneration) প্রভৃতির সম্ভাবনা বাড়ায়। Male, Impotence, Premature, Menopause, Gallstones, Cholecystitis, চামড়া কুঁচকে যাওয়া প্রভৃতি হতে পারে।

**প্রতিকার** : ধূমপায়ীদের ধূমপান ছাড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে প্রচার চালাতে হবে এবং সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (Nicotine Replacement Therapy)---নিকোটিন প্যাচ (Nicotine Patches), নিকোটিন গাম (Nicotine Gum), Nicotine Lozenge, Nicotine Oral Inhaler, Nicotine Nasal Inhaler, প্রভৃতি ব্যবহার করলে ধূমপানের ইচ্ছে চলে যায়। দেখা যাচ্ছে যে অনেকদিন এগুলি ব্যবহার করলে অনেকে ধূমপান ছেড়ে দেয়।

এছাড়াও অন্যান্য ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন, Antidepressants—Bupropion, Varenicline। যাদের অবসাদ থাকে, তাদের ক্ষেত্রে Antidepressant আরও ভালো কাজ করে।

কিছু ক্ষেত্রে নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (NRT) ও Antidepressant একসাথে চালালে (Combined Therapy) ভালো ফল হয়।

অন্য কিছু কাজ না করলে Clonidine বা Nortryptiline ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলি কার্যকর হতেও পারে। এছাড়াও কাউন্সেলিং (Counselling) দরকার হতে পারে।

কম নিকোটিন ও টারযুক্ত সিগারেট— ফিলটারড সিগারেট (Filtere Cigarette), যার মধ্যে কম মাত্রায় নিকোটিন ও টার থাকে বলে দাবি করা হয়, যেগুলি ব্যবহার করলে খুব একটা লাভ হয় না। এই সিগারেটে ধূমপায়ীরা বেশী টান দেয়, ফলে ধোঁয়ার ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা (Carcinogenic Potential) বেশি হয়।

Passive Smoking সিগারেটের ধোঁয়া থেকে অন্যদেরও অসুবিধা হতে পারে। এ সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করা দরকার।

ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে গেলে প্রচুর সচেতনতা ও প্রচার দরকার। ধূমপায়ীদের বাড়ির লোকেদেরও এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগী হতে হবে। প্রচার মাধ্যমেরও এ ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা আছে। NRT (Nicotine Replacement Therapy) সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। কলেজ, ইউনিভার্সিটি স্তর থেকেও এ সম্বন্ধে প্রচার দরকার।

মুখে তামাক চিবোলে তার থেকে মাড়ির অসুখ (Gum Disease), মুখের ও প্যানক্রিয়াসের ক্যান্সার, হার্টের অসুখ প্রভৃতি হতে পারে। সিগার এবং পাইপ ব্যবহার করলে ফুসফুসের ক্যানসার, Copd, এবং হার্টের অসুখ হবার সম্ভাবনা কম হয়।

# সম্পাদকীয়

## ভাগাড় কাণ্ড ঃ সচেতনতাই একমাত্র পথ

সম্প্রতি ভাগাড় কাণ্ড নিয়ে উত্তাল সারা রাজ্য। বিভিন্ন মরা প্রাণীর মাংস ভাগাড় থেকে পাচার হয়ে সরাসরি চলে আসত দোকানে। ভাগাড় কাণ্ড নিয়ে খবর ফাঁস হতেই মাংসপ্রেমীরা এখন একটু বেকায়দায় পড়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গড়েছেন। নিঃসন্দেহে বিষয়টি সময়োচিত পদক্ষেপ। এখনও পর্যন্ত ভাগাড় কাণ্ডের তদন্তে যেসব তথ্য প্রকাশ্যে উঠে এসেছে তা থেকে এটা পরিষ্কার যে, এই দুর্নীতির গোড়া শুধু এরাজ্যে নয়, এমনকি বিহার, ওড়িষা সহ আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। তদন্তে প্রকাশ, এর সঙ্গে নামকরা রেস্তোরাঁসহ ডাকাবুকো এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীরা জড়িত। ফলে তদন্তের বিষয়টিকে অত্যন্ত আটোসাঁটো ভাবে গুটিয়ে নিয়ে আসতে হবে, যাতে 'বজ্র আঁটুনি , ফস্কা গেরো'-র মতো ঘটনাটা না হয়ে যায়। এরকম একটি তদন্তকে সঠিকভাবে করতে হলে অবশ্যম্ভাবী প্রশাসনের উচ্চমহলের কর্তাদের যথেষ্ট নজরদারির দরকার রয়েছে। শুধু প্রশাসনিক পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়, রাজ্যের খাদ্যসামগ্রীর ব্যবসা থেকে এই বেআইনি কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হলে চাই প্রশাসনিক তৎপরতার সাথে সাথে বাণিজ্যমহল এবং উপভোক্তাদের মধ্যে সর্বাধিক সচেতনতা গড়ে তোলা। বাজারে এবং রেস্তোরাঁতে যেসব খাবার জিনিস বিক্রি হয়, সেখানে দৈনন্দিন নজরদারি চালানোর জন্য একটি ব্যবস্থা রয়েছে, যদিও সেটা 'নাম কে ওয়াস্তে।' এই ব্যবস্থাটি প্রতিকূল অবস্থায় যথেষ্ট কার্যকরী হয় কিন্তু স্বাভাবিক পর্যায়ে এর অবস্থা ঠিক 'বিষ দাঁত ভাঙা সাপের মত।' আশা করা যায়, উচ্চপদস্থ কমিটির তদন্তে এর উত্তর পাওয়া যাবে। রাজ্যবাসীর বিশ্বাস তদন্তে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে যারাই এই বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হবে।

একথা অনস্বীকার্য স্রেফ প্রশাসনিক তৎপরতার মাধ্যমে এই বেআইনি ব্যবসা একেবারে বন্ধ করা সম্ভব নয়। এরজন্য প্রয়োজন সমস্ত রকমের ব্যবসায়িক সংগঠন এবং উপভোক্তাদের সজাগ থেকে অপরাধের খবর তাৎক্ষণিক প্রশাসনকে জানানো। যদিও খাদ্যসামগ্রী কেনার আগে তার উৎকর্ষ এবং প্রয়োজনে সমস্তকিছু যাচাই করে সন্তুষ্ট না হলে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে জানানোর অধিকার সব নাগরিকেরই রয়েছে। কিন্তু এই অধিকার সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতনতার অভাব এবং প্রশাসনিক জটিলতার কারণে উপভোক্তারা অনেকসময়ই পিছু হটেন। প্রশাসন ও উপভোক্তাদের মধ্যে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থাই এই সমস্যার সমাধানে বিশেষ জরুরি।

### সংস্কার

### স্বামী বিবেকানন্দ

আত্মা যদি অপরিণামী হন, তবে তিনি কিরূপে এইক্ষণে সুখী, এইক্ষণে দুঃখী হইতে পারেন? তিনি নিরাকার, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী। উঁহাকে পরিণাম প্রাপ্ত করাইতে পারে কে? আত্মা সর্ব্ব-বিধ নিয়মের অতীত। কিসে তাঁহাকে বিকৃত করিতে পারে? জগতের মধ্যে কিছুই আত্মার উপর কোন কার্য্য করিতে পারে না। তথাপি আমরা অজ্ঞতা-বশতঃ আপনাকে মনোবৃত্তির সহিত একীভূত করিয়া ফেলি এবং সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করিতেছি, মনে করি। যে মনোবৃত্তি কেবল সুখ-কর পদার্থের উপর থাকিতে চায়, তাহাকে রাগ বলে। আমরা কোন কোন বিষয়ে সুখ পাইয়া থাকি, যাহাতে আমরা সুখ পাই, মন একটা প্রবাহের মত তাহার দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। সুখ-কেন্দ্রের দিকে ধাবমান আমাদের মনের ঐ প্রবাহকেই রাগ বা আসক্তি বলে। আমরা যাহাতে সুখ পাই না, এমন কোন বিষয়েই কখন আকৃষ্ট হই না। আমরা অনেক সময় নানাপ্রকার কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপারে সুখ পাইয়া থাকি, তাহা হইলেও রাগের যে লক্ষণ দেওয়া গেল, তাহা সর্ব্বত্রেই খাটে। আমরা যেখানে সুখ পাই, সেখানেই আকৃষ্ট হইয়া থাকি। দুঃখর পদার্থের উপর পুনঃপুনঃ স্থিতিশীল অন্তঃকরণ বৃত্তিবিশেষকে দ্বেষ বলে। আমরা যাহাতে দুঃখ পাই, তৎক্ষণাৎ তাহা ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকি। যাহা বাসনার সংস্কার-রূপ নিজ স্বভাবের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত, ও যাহা পণ্ডিত ব্যক্তিকেও প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অভিনিবেশ অর্থাৎ জীবনে মমতা।

| | | |
|---|---|---|
| তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | — | ভালবাসা পরশমণি, ওর ছোঁয়া লাগলে লোহা সোনা হয়। |
| বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | — | হে যুবক, হে যুবতী, পৃথিবীতে তোমাদের কতটুকু দাম?<br>কান্নাকে শরীরে নিয়ে কার ঘরে কয় ফোঁটা দিয়ে গেল আলো। |
| বুদ্ধদেব বসু | — | মনে ভাবি, মুক্তি কাছে এলো—<br>বিশ্বের আকাশে বহে লাবণ্যের মৃত্যুহীন স্রোত। |

# মাসতামামি

১ জুন — কলকাতায় প্রথম সফরে এলেন হো চি মিন ১৯৪৬।
নয়া পয়সাকে পয়সায় রূপান্তর ১৯৬৪।
প্রথম বাঙালি আই সি এস হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪২।

২ জুন — মানিকতলা বোমা মামলায় গ্রেপ্তার হলেন অরবিন্দ ১৯০৮।
ভারত ভাগের কথা ঘোষণা করলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭।
ভারতের ২৯তম রাজ্য হল তেলেঙ্গানা ২০১৪।

৩ জুন — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'নাইট হুড' উপাধি দিল ব্রিটিশ সরকার ১৯১৫।
ভারতের নাগরিক রেডিও পরিষেবা পরিবর্তন করে হল অল ইন্ডিয়া রেডিও ১৯৩৬।
মুষ্টিযোদ্ধা মহঃ আলির প্রয়াণ ২০১৬।

৪ জুন — স্বতন্ত্র পার্টি তৈরি করলেন সি রাজাগোপালাচারী ১৯৫৯।

৫ জুন — স্টকহোম থেকে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস'-এর দিন ঘোষণা ১৯৭২।
ব্যায়ামবিদ মনোহর আইচের প্রয়াণ ২০১৬।

৬ জুন — রায়গড়ের সিংহাসন থেকে শিবাজীকে অপসারণ এবং শিবাজীর 'ছত্রপতি' উপাধি ধারণ করলেন ১৬৭৪।

৭ জুন — শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন পর্তুগীজরা ১৮১৯।
কালাজ্বরের ইঞ্জেকশন আবিষ্কার করলেন ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ১৮৭৩।

৮ জুন — ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা চালু হল ১৯৪৮।

৯ জুন — বিপ্লবী দীনেশ চন্দ্র মজুমদারের ফাঁসী ১৯৩৪।

১০ জুন — তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বন্ধ হল ১৯৪৩।

১১ জুন — সন্ত্রাসবাদকে পরাস্ত করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন ১৯৪২।

১২ জুন — নেলসন ম্যান্ডেলাসহ আরও সাতজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ ১৯৬৪।

১৩ জুন — প্রথম মার্কিন মহাকাশযান 'পাইওনীয়ার ১০' প্রথম নেপচুনগ্রহ কে অতিক্রম করে সূর্যের পথে যাত্রা করে ১৯৮৩।

১৪ জুন — চে গুয়েভারাকে হত্যা ১৯৩৭।

১৫ জুন — ঔরঙ্গজেবকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হল ১৬৫৯।
কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ চালু ১৯০৮।
নাৎসী বাহিনীর দখলে প্যারিস ১৯৪১।

১৬ জুন — ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভা প্রথম মহিলা মহাকাশচারী হিসেবে নির্বাচিত ১৯৬৩।
গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২০।

১৭ জুন — আমেরিকায় ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি ফাঁস ১৯৭২।
ঝাঁসি রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু ১৮৫৮।

১৮ জুন — অ্যাংলো-আমেরিকা যুদ্ধ শুরু ১৮১২।
মহারাণা প্রতাপ এবং আকবরের মধ্যে হলদিঘাটের যুদ্ধ শুরু ১৫৭৬।

১৯ জুন — কলকাতা-ঢাকা বাস সার্ভিস চালু ১৯৯৯।
রজনীকান্ত দত্তের জন্ম ১৮৯৬।

২০ জুন — ফরাসী বিপ্লব শুরু ১৭৮৯।
ব্রিটিশদের কাছে গোয়ালিয়র দুর্গ আত্মসমর্পণ এবং সিপাহী বিদ্রোহ শেষ ১৮৫৮।
ভারতে ওয়াই এম সি এ স্থাপন ১৮৭৬।

২১ জুন — ভারতের শেষ গর্ভণর হিসেবে রাজাগোপালাচারীকে নিয়োগ ১৯৪৮।
চিত্রকর বিকাশ ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪০।

২২ জুন — রাশিয়া থেকে হিটলারকে বিতাড়ন ১৯৪১।
ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করলেন সুভাষচন্দ্র বোস ১৯৪০।

২৩ জুন — পলাশীর যুদ্ধ শেষ ১৭৫৭।
বঙ্গীয় শব্দকোষের লেখক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৬৭।

২৪ জুন — জার্মান ভাষায় কমিউনিস্ট ইস্তেহার প্রকাশ ১৮৭২।
ভিয়েতনামের সংযুক্তিকরণ ১৯৭৬।
স্ট্যালিনের নেতৃত্ব মস্কোর রেডস্কোয়ারে বিজয় প্যারেড ১৯৪৫।

২৫ জুন — ভারতে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি ১৯৭৫।
ক্রোয়েশিয়া এবং শ্লোভানিয়া দুটি দেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হল ১৯৯১।

২৬ জুন — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৩৮।
ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রতিষ্ঠা ১৯৩৯।

২৭ জুন — হেলেন কেলারের জন্ম ১৮৮০।
রাশিয়ায় প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু ১৯৫৪।

২৮ জুন — নেহেরু এবং চৌ এর 'পঞ্চশীল' চুক্তিতে স্বাক্ষর ১৯৫৪।

২৯ জুন — প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ-এর জন্ম ১৮৯৩।
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৬৪।

৩০ জুন — সিধো-কানু-র নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু ১৮৫৪।

# সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের প্রয়াস
# মধু-গোপাল এর যুগলবন্দীর অর্ঘ্যে নজরুল স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি-একেকটা লহরির শুরুয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে 'ল্যান্ড স্লাইড' অথবা 'নায়াগ্রা' জলপ্রপাত থেকে জল ঝরে পড়ছে নিচে। যেমন তবলা আর তেমনি শ্রীখোল। ছেড়ে দেওয়ার পাত্র কেউই নয়। শনিবার, ২৬ মে সন্ধ্যায় শ্যামবাজারে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের

প্রদীপ প্রজ্বলন এবং কবিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি এবং সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। নিজস্ব চিত্র

উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মদিনের মঞ্চে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে শিল্পী ছিলেন মধুসূদন বর্মন, গোপাল বর্মন, রুদ্র রায়, এবং প্রদ্যুত মিশ্র। টানা আড়াই ঘন্টার অনুষ্ঠানটি যেন এক লহমায় শেষ হয়ে গেল। ধ্রুপদী সংগীতের একটা তুরীয় মেজাজ নিয়ে দর্শকরা সমবেত হাততালি দিয়ে শিল্পীদের কুর্নিশ জানালেন।

সম্বর্ধনার মঞ্চে শিল্পী রুদ্র রায়, মধুসূদন বর্মন, গোপাল বর্মন এবং প্রদ্যোৎ মিশ্র। নিজস্ব চিত্র

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রবাদ প্রতীম শিল্পী বরেন্দ্রমোহন বর্মনের সুযোগ্য দুই পুত্র মধুসূদন বর্মন এবং গোপাল বর্মন ছোটোবেলা থেকেই তবলা ও শ্রীখোল নিয়ে রেওয়াজ শুরু করেন। পরবর্তীতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সনাতন সাহা এবং পন্ডিত শংকর ঘোষের তালিম নেন দুই ভাই। ধ্রুপদী সংগীত দুনিয়াতে ধীরে ধীরে নিজেদের জায়গা করে নেন 'বর্মন ব্রাদার্স'। তবলা ও শ্রীখোল মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছেন, তাঁদের যুগলবন্দী এখন বিশ্ববিশ্রুত। যেমন লহিতে মুন্সীয়ানা, তেমনি ঠ্যাকা, মাত্রাবিন্যাসের তীক্ষ্ণ হিসেবে যুগলবন্দীর পরিবেশনা হয়ে উঠেছে মূর্ত। যার কয়েক কলকেই শনিবার শ্রোতারা সিক্ষিত হয়েছেন তালের সুগভীর রসে। দুই শিল্পীর যুগলবন্দীর রেশ সেদিন সান্ধ্যবাসরের মেজাজকে এক লহমায় পৌঁছে দিয়েছে এক সুউচ্চতায় আর ঠিক সেখান থেকেই অসামান্য নজরুলগীতি দিয়ে শুরু করেছেন শিল্পী রুদ্র রায়। আলাপ এবং গায়কীতে সম্পূর্ণ রাগের ছোঁয়ায় আবিষ্ট ছিলেন দর্শকবৃন্দ। বেশ কয়েকটি গজল পরিবেশন করে শ্রোতাদের চাহিদা পূরণ করে দিয়েছেন শিল্পী রুদ্র রায়।

যুগলবন্দী পরিবেশনে শিল্পীরা। নিজস্ব চিত্র

পেশকার ও সুরত দিয়ে যুগল বন্দীর শুরু। সঙ্গে হারমোনিয়ামে শিল্পী প্রদ্যোৎ মিশ্রের সহায়তা। দু'একটি অনবদ্য সওয়াল-জবাব পেশ করে শিল্পী মধুসূদন ও গোপাল বর্মন শ্রোতাদের মন জয় করে নিয়েছেন। ঢাকের বাদ্যিকে ধ্রুপদী ঘরানার মিশেলে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এই শিল্পী যুগল। নিত্যকার একটি পারিবারিক বিষয়কে সাংস্কৃতিক মঞ্চে তুলে নিয়ে এসেছেন তবলা আর শ্রীখোলের তালবাদ্যের মধ্যে। যেমন 'সারাদিন ঘোরাফেরা, রাত জেগে টিভি দেখা। টিভিটা বন্ধ কর, (কি রে কানে গেল না), আরে ধ্যেৎ তেরি, যা যা যা।' বাড়ির অভিভাবক সন্তানকে যা বলে থাকেন। এবার সেটাই তবলা আর শ্রীখোলের মধ্যে দিয়ে শিল্পী যুগলের হাতের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে দর্শকদের মন ছুঁয়ে গেছে। লহরি ও চলাচলের যেন অবিশ্রান্ত পদচারণা। যুগল বন্দীর শেষে শিল্পী রুদ্র রায় কবে ধরলেন বিদ্রোহী কবির লেখা 'পরাণ প্রিয় কেন এলে অবেলায়।' সংগীত রসনায় অবগাহন করলেন সকলে।

সংগঠনের তরফ থেকে এদিন শিল্পীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি। সম্মাননা পাঠ করেন এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনের দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনের সদস্য শোভন চক্রবর্তী। সংগঠন সভাপতির স্বাগত ভাষণ দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

# ভারতের কৃষি অর্থনীতির একটি দিক

**কিশোরকুমার বিশ্বাস**

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীকে বড় সমর্থনের একটা কারণ ছিল কৃষকদের তাঁর প্রতি আস্থা। কী রকম আস্থা? গুজরাটের মুখমন্ত্রী থাকাকালীনই তিনি ওই রাজ্যের কৃষিতে গতি আনতে পেরেছিলেন। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েও কৃষিতে গতি তো আসেইনি এমনকি বিভিন্ন দিক থেকে কৃষির হাল খারাপই হয়েছে। গত কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষকের আয় ২০২২ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতিকে একজন সাধারণ মানুষ এবং কৃষক কি বিশ্বাস করেন? বোধ হয় না। কারণ এটা একটা দুঃসাহসিক প্রতিশ্রুতি। এ বিষয়ে চিনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় চিনের কৃষকেরই আয় দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছিল ৮ বছরের বেশি। যা প্রায় বিশ্বরেকর্ডের মর্যাদা পায়। সেখানে ভারতে প্রায় বিশেষ পরিকল্পনা ছাড়াই ৫/১৬ বছরে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করা মানুষকে বিশ্বাস করানোই মুশকিল।

**ভারতের কৃষির এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা কী?**

অনেকেই ভাববেন উৎপাদন বাড়ানোই নিশ্চই প্রধান সমস্যা। কারণ এখনও দেশের অনেক গরীব লোক আছেন যাঁরা পেট ভরে দুবেলা খাবারের জোগাড় করতে পারেন না। তাঁদের খাওয়াতে গেলে আরও উৎপাদন বাড়াতে হবে। এছাড়া অন্যান্য ফসল, ফলমূল, সব্জি এবং শিল্পে ব্যবহৃত কৃষিপণ্যও বাড়াতে হবে এবং সস্তায় উৎপন্ন করতে হবে।

কিন্তু বর্তমানে মোট উৎপাদন বাড়ানোর চেয়েও আর একটি বিষয় উঠে আসছে-তা হল কৃষিপণ্যের দাম চললে দেশের অর্থনীতি দাঁড়াতে পারবে না তা বোঝাই যায়। তাই কৃষি উৎপাদনের চেয়ে কৃষকের ন্যায্যমূল্য পাওয়াই আজ বিশেষ সমস্যা। সমস্যা আরও ঘনীভূত হয় যখন অধিক ফসলের সমস্যা হয়।

এবং তার মধ্যে আরও গুরুত্বপূর্ণ হল তার কত অংশ সরাসরি কৃষক পাচ্ছে। দেশে বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে প্রায় অর্ধেক কৃষক জানাচ্ছে তাঁদের কৃষি উৎপাদন করার ইচ্ছা নেই। কারণ এটা আর বিশেষ লাভজনক নয়। এখনও দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষই কৃষিজীবী। তাই এই অবস্থা

**কৃষিজ উৎপন্নের ওঠানামা গুরুতর সমস্যা**

বিখ্যাত কৃষি অর্থনীতিবিদ অশোক গুলাটি (Gulati) এবং গবেষক রিতিকা জুনেজা গত ফেব্রুয়ারি মাসে এক জাতীয় সংবাদপত্রে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবারের (২০১৮-১৯) কেন্দ্রিয় বাজেট ঘোষণার কয়েকদিন পরেই কর্ণাটকে নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন যে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে কয়েকটি কৃষিপণ্য টমেটো, পিঁয়াজ এবং আলুর দামের সমস্যাকে মেটানো। অনেকেই দেখেছেন উৎপাদন বাড়া-কমার ফলে এই সমস্ত ফসল উৎপন্নকারী কৃষকরা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এটা ঘটনা ভারতে কৃষি উৎপাদন বেশি হলে তাকে মজুত করার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নেই। তাই অনেক সময় হয় নামমাত্র দামে কিম্বা তাও না হলে ওই সমস্ত ফসল মাঠে বা রাস্তার ফেলে নষ্ট করা হয়। জেনে রাখা ভাল সবজি উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানে। ভারতে বছরে ১৮০ মিলিয়ন মেট্রিক টন সবজি উৎপন্ন হয়। সর্বাগ্রে চিন। তারা ভারতের চার (৪) গুণ সবজি উৎপাদন করে। এদেশে সবজির মধ্যে আবার টমেটো পিঁয়াজ এবং আলুর উৎপাদন আমাদের দেশের মোট সবজির অর্ধেক। প্রধানমন্ত্রীর তাই এই তিনটি সবজির প্রতি এত গুরুত্ব।

মজার ব্যাপার হল প্রকৃত উৎপাদকরা কৃষি পণ্যের সামান্য অংশই পায়। প্রায় ২৫% বাকি ৭৫% মূল্য অর্থাৎ যে দামে সবজি ভোগ্যপন্য হিসাবে বিক্রি হয়—সবটাই যায় মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে। তাই কৃষির উন্নতি হচ্ছে না। কৃষকের হাল ফিরছে না। এব্যাপারে গুলটিরা 'আমুল'-এর উদাহরণ দিয়েছেন। দুধের কো-অপারেটিভে দেখা যায় প্রকৃত উৎপাদনকারীরা বিক্রির ৭৫-৮০% শতাংশই পেয়ে যায়। তাই দুধের উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রথম। এদেশে বর্তমানে মোট দুধের উৎপাদন প্রায় ১৬৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

**এখন কী কী করণীয়**

গুলটিরা কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ উৎপাদনক্ষেত্রে এবং ভোগ /ক্রয়ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে এখন যোগাযোগ তৈরি করতে হবে যাতে middlemen এর সংখ্যা খুব কম হয়। এর ফলে যদি ঠিক ঠিক বাজার পাওয়া যায় তবে প্রকৃত কৃষক ভাল দাম পাবে এবং কৃষির উন্নতি হবে। দ্বিতীয়ত, কৃষিজ পণ্য ও গুদামজাত করার উন্নত ব্যবস্থা চাই। এখন ২৫-৩০ শতাংশ কৃষি নষ্ট হয়, কমিয়ে তা ১০ শতাংশের মধ্যে রাখতে হবে। এই গুদামজাতকরণ কিন্তু করতে হবে খুব কম খরচে। তৃতীয়ত, খাদ্য প্রকরণ এবং তা খুচরো বাজারে বিক্রি করে শেষ পর্যন্ত চাষীদের ভাল সুবিধা দিতে হবে। অন্ততঃ এক চতুর্থাংশে কৃষিপণ্যের প্রকরণ করার লক্ষ্য মাত্রা রাখতে হবে। এখন দেখার, ভবিষ্যতে কী করে যাতে কৃষকের সুবিধা হয়।

# ''বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি''

কালিদাস চক্রবর্তী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই শুরু করি। "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্যনিঠুর দ্বন্দ্ব/ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ।"

সত্যিই তাই। সমগ্র বিশ্বজুড়ে আজ হিংসার লোল জিহ্বা যা কিছু মহৎ, যা কিছু সৎ, যা কিছু মানবিকতা, সব গ্রাস করার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়ে চলেছে। বিশ্বজুড়ে অশান্তির কালো ছায়া। এরই মধ্যে ভগবান বুদ্ধের বাণীই আমাদের একমাত্র ভরসা। আসুন, আমরা প্রার্থনা করি—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে এক রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন রাজা শুদ্ধোধন। তাঁর রানী মায়াদেবীর গর্ভে জন্ম হয় সিদ্ধার্থের। জন্মের অল্পকাল পরে মায়াদেবীর মৃত্যু হলে বিমাতা গৌতমী তাঁকে লালন পালন করেন। সেই কারণে সিদ্ধার্থের অপর নাম গৌতম। সিদ্ধার্থের জন্মের পর রাজা শুদ্ধোধন রাজ পণ্ডিত ও জ্যোতিষীদের আহ্বান করেন পুত্রের ভাগ্য গণনার জন্য। তাঁরা, সুলক্ষণযুক্ত রাজপুত্রকে দেখে বলেন যে তাঁকে সংসারের ও রাজ্যশাসনের গন্ডিতে বেঁধে রাখা কঠিন হবে। আরও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর ধরাধামে আবির্ভাব। পণ্ডিতদের ভবিষ্যৎ বাণী শ্রবণে রাজা কুমার সিদ্ধার্থকে সর্বদা চোখে চোখে রাখতেন। শুধু তাই নয়, রাজকুমারের জন্য প্রভূত ভোগবিলাসের আয়োজন করা হল, যাতে সংসারের প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করা যায়।

একদিন সিদ্ধার্থ রথে আরোহন করে প্রমোদোদ্যানে যাওয়ার পথে এক জরাগ্রস্ত মানুষকে দেখে ব্যথিত হলেন এবং তার ঐ দশার কারণ জানতে চাইলেন। সারথি তাঁকে বলল, 'রাজকুমার, প্রত্যেককেই একদিন জরার অধীন হতে হবে।' একথা শ্রবণে তাঁকে চিন্তান্বিত দেখাল। তাঁর আর প্রমোদ ভ্রমনে যাওয়া হল না। এরও কিছুদিন পরে তিনি একজন ব্যধিগ্রস্ত মানুষ ও একটি মৃতদেহ দেখেন। তাঁর মন আলোড়িত হল। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে চিন্তামগ্ন হলেন। রাজপ্রাসাদে ফিরে মানব জীবনের পরিণতির কথা চিন্তা করে আকুল হলেন। বেশ কিছুদিন পরে রথে ভ্রমণকালে তিনি এক সৌম্যদর্শন, স্মিত মুখ সন্ন্যাসীকে দেখে তখনই সংকল্প করেন বৈরাগ্য ব্যতীত সংসারের দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। রাজা শুদ্ধোদন অল্প বয়সেই এক পরমাসুন্দরী কন্যার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহ দেন। কিন্তু সিদ্ধার্থের মনে দোলাচল। তাঁর একটি পুত্রও হয়, নাম রাখেন রাহুল। সিদ্ধার্থ যখন বুঝতে পারলেন, তিনি ক্রমশঃ সংসারে আবদ্ধ হয়ে পড়ছেন, তখন একরাত্রে স্ত্রী-পুত্রকে ত্যাগ করে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

রাজপুত্র বেরিয়ে পড়লেন দুঃখ, জরা, মৃত্যুর হাত থেকে মানুষের মুক্তির পথের অন্বেষণে। তিনি তাঁর অত্যন্ত আস্থাভাজন ছন্দককে বলেছেন, যে তিনি স্বর্গলাভের জন্য সংসার ত্যাগ করেন নি, তাঁর সংকল্প মোক্ষলাভ। ছ'বছরের নিরলস সাধনার পর এক বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষতলে তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়। তিনি হলেন বুদ্ধ অর্থাৎ মহাজ্ঞানী। বহুজনের সুখের জন্য, বহুজনের মঙ্গলের জন্য সারাজীবন তিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে তাঁর মানবধর্ম প্রচার করে ৮০ বছর বয়সে আবার এক বৈশাখী পূর্ণিমায় কুশীনগর নামক স্থানে মহানির্বান লাভ করলেন। যখনই পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই পৃথিবীতে বুদ্ধ, যিশুখ্রিস্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয়। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের বায়ু কলুষিত। বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলির মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা, পারমাণবিক যুদ্ধের অশনি সংকেত, মানুষের পশুসুলভ আচরণ, নৈতিক অধঃপতন-ঠিক এমনই সময় বুদ্ধের বাণী, অষ্টাঙ্গিক মার্গ বিশেষভাবে স্মরণীয়।

প্রায় ২৬০০ বছর আগে বুদ্ধ হিংসার বিরুদ্ধে এবং স্থায়ী শান্তির সপক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রত্যেকে হিংসাকে ভয় পায়, আর জীবন সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয়; নিজেকে করুণার দূতরূপে প্রস্তুত করো ; এবং কাউকে হত্যা কর না, এবং অন্যকেও নিহত হতে দিও না। তিনি বলেছিলেন "Look into yourself, make yourself and island of light unto yourself, you are master or refugee ; there is none their conquest yourself because that is the highest of all conquests." অর্থাৎ আত্মানুসন্ধান করো। নিজেকে নিজের প্রতি আলোকের দীপে পরিণত করো। তুমি হয় প্রভু নচেৎ আশ্রয়প্রার্থী—এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। নিজেকে জয় করো, কারণ ওটাই হল, সর্বশ্রেষ্ঠ জয়।" বুদ্ধ পরবর্তী বৌদ্ধ সঙ্ঘটিরা তার বানী বহন করে চলেছিলেন। এদের মধ্যে উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত মৌর্য সম্রাট মহামতি অশোক। তিনি সর্বক্ষেত্রে শান্তির সন্ধান করেছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি ও বোঝাপড়ার উপর জোর দিয়েছিলেন। মগধ রাজ্য যখন ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে তার স্বাধীনতা হারাতে বসেছিল, তখন বুদ্ধের শান্তি ও উন্নয়নের বানী তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। মৌর্য যুগের বৌদ্ধ নৃপতিকে উদ্দেশ্য করে বুদ্ধ বলেছেন, কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না যতদিন তোমরা নিম্নলিখিত দশটি নীতি অনুসরণ করবে। ১) পুনঃ পুনঃ ঐক্যের সমাবেশ করবে। ২) ঐক্যের মধ্যেই কর্ম কর এবং সর্বদিকে সম্প্রীতি বিকীর্ণ কর। ৩) বৈপ্লবিক কোন আইন প্রবর্তন করো না। ৪) প্রতিষ্ঠিত আইনভঙ্গ করো না এবং যথার্থ নীতি মেনে চলবে। ৫) গুরুজনদের সম্মান দেবে, শ্রদ্ধা করবে ও পূজা করবে। ৬) নারীজাতিকে পাশবিক বল ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করবে। ৭) অন্তর, বাহিরের বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, সম্মান, শ্রদ্ধা দেখাবে। ৮) অবহেলা না করে প্রচলিত অর্থা প্রদান করবে যেগুলি ধর্ম পালনে নিরাপত্তা দেয় এবং সাধুসন্তদের রাজ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে। ৯) সর্ব ধর্মের প্রতি ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। ১০) সহনশীলতা অভ্যাস করবে।

বর্তমানে পৃথিবীতে যে অশান্তির আগুন জ্বলছে, সেই হিংসার আগুন নেভাতে পারে গৌতম বুদ্ধের বানী ও আদর্শ। দেশে দেশে জাতি দাঙ্গা, একই ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে হত্যা, নারকীয় অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে জাতি, গোষ্ঠীহীন বৌদ্ধধর্মই একমাত্র অবলম্বন হতে পারে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর উপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকে অন্তরের ভক্তি ও প্রণাম নিবেদন করে বলেছেন, আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে মনে করি, তিনি গৌতম বুদ্ধ, তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষা উদ্ধৃত করে এই সামান্য নিবন্ধের উপসংহার টানছি।

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রানী
কর ত্রাণ মহা প্রাণ আনো অমৃত বানী।
বিকশিত কর প্রেম পদ্ম চির মধু নিষ্যন্দ
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুন্য
করুনাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

# কবিতা

## বিষ বাষ্পজাল

প্রভাত ভট্টাচার্য্য

কোন সে দানব, তার
নিপুণ কুটচালে,
জড়ায়েছে সবে তার
বিষবাষ্পজালে ;

মায়াবী নেশায় মাতিয়ে রেখে
নিয়ে যায় তার গ্রাসে
অজান্তেই জড়িয়ে নেয়
বিষাক্ত নাগপাশে।

দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে
দানবের হুঙ্কার,
তার সাথে মিশে যায়
শত সহস্রের হাহাকার।

এসো মোরা শপথ নিই,
করব না মোরা চুক্তি—
তামাকদানবের কবল থেকে,
পেতেই হবে মুক্তি।।

## বৈশাখী

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

বৈশাখেতে রং মিলন্তি
জৈষ্ঠে দহনতাপ
মনের উপর মনের ছোঁয়ায়
আলতো উত্তাপ।

দহনজ্বালা সরিয়ে রেখে
সবুজ অবুজ মন
খুঁজে বেড়ায় অলস দুপুরে
একটু সঙ্গোপন।

## আশ্বাস

শর্মিষ্ঠা মাঝি

স্বপ্ন দেখি দীর্ঘগভীর রাতে
মনের মাঝে ছিন্ন হৃদয়ে
হারানো দিনগুলি
উথাল পাথাল আজ

ডিঙি বেঙে নদী পারাবার
এক সমুদ্র স্বপ্ন দেখালাম
সাদা মেঘে ভাসে ওদের ভেলা

মুখোশ পরে করে ওরা খেলা
চলার পথে ভয় করছে ওরা নয়হয়।
রূপালী রঙে কড়ে ডালপালা
আকাশ মাঝে রামধনু রঙ খেলে

ভাবনাগুলি নীল আকাশে ভাসে
স্বপন যায় ভেঙে মন ওঠে কেঁদে
স্বপ্নের হাত ধরে ভাসতে ইচ্ছে করে
বুক ভরা নিঃশ্বাস
মনের মাঝে অজস্র আশ্বাস

# স্টেডিয়াম

## ধোনির মন্ত্রেই জয়ী চেন্নাই

জয়ের উল্লাস

মুম্বই-এবারের আই পি এল ম্যাচে দুটো যোগ্য দল ফাইনাল খেলেছে। যদিও দুটি দলই দক্ষিণ ভারতের। চেন্নাই সুপার কিংস এবং সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ। আই পি এল-এর ফাইনাল ম্যাচ মানেই চরম স্নায়ুর যুদ্ধ। অথচ এই খেলাটাকেই দাপটের সঙ্গে টেনে নিয়ে গেলেন শেন ওয়াটসন। ওপেন করতে নেমে প্রথম ১১টি বলে একটিও রান করতে পারেন নি তিনি। সানরাইজার্সের ১৭৮ রানের জবাবে খেলতে নেমে চেন্নাইয়ের ওয়াটসন অপরাজিত থাকেন, ৫৭ বলে ১১৭ রান করেন এবং দলকে জেতান ৮ উইকেটে। দু'বছর নির্বাসনে থাকার পর আই পি এল-এ ফিরে হায়দ্রাবাদকে হারিয়ে ট্রফিটা ঘরে তুললেন চেন্নাই সুপার কিংস-এর অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। যদিও হায়দ্রাবাদের ভুবনেশ্বর কুমার, রশিদ খান ভালই বল করেছেন। খেলার ১৩ তম ওভারে সন্দীপ শর্মা ২৭ রান দেন। হায়দ্রাবাদের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন বেশ ভালো খেলেছেন। কিন্তু আই পি এল ফাইনালটা ছিল চেন্নাই-এর ব্যাটিংয়ের সঙ্গে হায়দ্রাবাদের বোলিং-এর লড়াই।

## রেকর্ড গড়ে বিদায় নাদালের

মাদ্রিদ-৩৪ বছর আগে জন ম্যাকেনরোর গড়া রেকর্ড ভেঙ্গে দিলেন রাফায়েল নাদাল। কিন্তু মাদ্রিদ ওপেনের ফাইনাল তাঁর কাছে অধরা থেকে গেল। কোয়ার্টার ফাইনালে ডোমেনিক থিয়েমের কাছে হেরে গেলেন নাদাল। ক্লে কোর্টে এক বছর পর হারলেন বিশ্বের এক নম্বর স্প্যানিশ তারকা। টানা ১১ ম্যাচ জেতার পর তাঁর এই হার। ১৯৮৪ সালে আমেরিকার ম্যাকেনরো ক্লে কোর্টে টানা ৪৯ সেট জিতেছিলেন। স্পেনের নাদাল ১১ মে মাদ্রিদ ওপেনের প্রি-কোয়ার্টারে আর্জেন্তিনার দিয়েগো সেয়েজমানকে হারিয়ে ক্লে কোর্টে টানা ৪৯ সেট জিতেছিলেন। স্পেনের নালাল ১১ মে মাদ্রিদ ওপেনের প্রিকোয়ার্টারে আর্জেন্টিনার দিয়েগো সোয়েজমানকে হারিয়ে ক্লে কোর্টে টানা ৫০ সেট জেতার নতুন নজির গড়েছেন। নাদাল এখন বিশ্ব টেনিসের মানচিত্রে ক্লে কোর্টে তাঁর একাধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। তাঁর এই সাম্রাজ্য বিস্তার নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন অনেক টেনিস খেলোয়াড়।

## স্বপ্নের ব্যাকভলি

চ্যাম্পিয়নস্ লিগে পর পর তিনবার চ্যাম্পিয়ন হল রিয়াল মাদ্রিদ। ২৬ মে ফাইনাল ম্যাচে রিয়াল ৩-১ গোলে জেতে লিভারপুল-এর সঙ্গে। ব্যাকভলিতে অনবদ্য গোল করেন বেঞ্জেমা। খেলায় রোনাল্ডো নিজে কোনও গোল না পেলেও গোলের জালে বল নিশ্চিতভাবে জড়িয়ে দিতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পাস সতীর্থদের সরবরাহ করেছেন। একারণেই তিনি ফুটবল বিশ্বে এখনও শীর্ষে পদচারণা করছেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে রিয়ালের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

## বিদায় বার্সেলোনা

শেষ ম্যাচের পর ২০ মে ক্যাম্প ন্যুতে আন্দ্রে ইনিয়েস্তাকে আকাশে ছুঁড়ে দিলেন বার্সেলোনার সতীর্থরা। এদিন মেসি, জেরার পিকে-রা যেভাবে মাথমাঠের জাদুকর ইনিয়েস্তাকে বিদায় জানালেন, সেটাও অভূতপূর্ব। খেলা শেষ হওয়ার পর সকলে ফের মাঠে ঢুকলেন। সবার গায়ে ইনিয়েস্তার লেখা ৮ নম্বর জার্সি। এরপর ইনিয়েস্তাকে শূন্যে আটবার ছুঁড়লেন ওরা।

বিশ্ববংসী মেজাজে রাফায়েল নাদাল।

## ভারতের রেফারি

নয়াদিল্লি-অনূর্ধ্ব ফিফা-২০ মহিলা বিশ্বকাপের ম্যাচ পরিচালনার করার দায়িত্ব পেলেন ভারতের ইউভেনা ফের্নান্ডেজ। রাশিয়ার বিশ্বকাপের পরেই ফ্রান্সে ৫ থেকে ২৪ অগস্ট পর্যন্ত হবে এই বিশ্বকাপ।

## নতুন ফুটবল সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি-মোহনবাগান ক্লাবের নতুন ফুটবল সচিব হলেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বপনবাবু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভাই। রাজ্যের হকি বক্সিং এবং বাংলা অলিম্পিক সংস্থার সচিব স্বপন বন্দোপাধ্যায়।

## লিভারপুলে সালাহ

ইংলন্ড-বেশ কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, মহম্মদ সালাহকে পরের মরশুমে দলে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। মিশরীয় এই মহাতারকা স্বয়ং এই জল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছেন।

## রোনাল্ডোই ক্যাপ্টেন

পর্তুগাল-পর্তুগাল রাশিয়াতে বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা না করলেও রোনাল্ডোই যে দলকে নেতৃত্ব দেবেন তা বুকিয়ে দিয়েছেন পর্তুগালের ম্যানেজার ফের্নান্দো স্যান্টোস।

# বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উদ্‌যাপন এবং প্রচারের কয়েকটি মুহূর্ত

অ্যালায়েন্স হিলিং সেন্টারের উদ্যোগে মল্লিক বাজার ও পার্ক স্ট্রিটের সংযোগস্থলে থ্যালাসেমিয়া রোধে প্রচার শিবির। নিজস্ব চিত্র

বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উদ্‌যাপন মঞ্চে মা অন্নপূর্ণা নাটকের একটি বিশেষ মুহূর্ত। মঞ্চে রয়েছেন বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। নিজস্ব চিত্র

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসের অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে আলপনা পরিবেশন করছেন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিল্পী সিমরান। পাশে রয়েছেন সঞ্চালক গৌতম সুন্দর। নিজস্ব চিত্র

থ্যালাসেমিয়া রোধে আগরপাড়া নিশান গ্রুয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে প্রচারশিবিরের শেষে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করছেন উদ্যোক্তারা। পাশে রয়েছেন সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। নিজস্ব চিত্র

কদমতলা মিলন সংঘের উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া প্রচার শিবিরে বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য এবং পাশে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে পুতুল নাটক পরিবেশন করছেন বিক্রম রায়। নিজস্ব চিত্র

বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসকে কেন্দ্র করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের নিবিড় প্রচার কর্মসূচির নিরীখে মধ্যমগ্রামে রবীন্দ্রমঞ্চে টিম আহানের উদ্যোগে চলছে প্রচার। নিজস্ব চিত্র


## সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

### যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি ?

**থ্যালাসেমিয়া কি ?** থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি ? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

### থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,
আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

**সদস্যবৃন্দ** ১) অশিষ সাহা ২) কেশব কান্তি বিশ্বাস ৩) স্বরূপ বোস ৪) রুদ্র রায় ৫) রজত বোস ৬) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ৭) দেবাশঙ্কর নন্দী ৮) বুদ্ধদেব বক্সি ৯) তপন ব্যানার্জী ১০) অশোক পাল ১১) অনুপম দাস ১২) সৈকত মুখার্জী ১৩) সোনালী বিশ্বাস ১৪) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ ১৫) সঞ্জয় সাহা ১৬) পার্থ দাস ১৭) সঞ্জয় সেনগুপ্ত ১৮) বিভাস সুর ১৯) অপূর্ব রায় ২০) শিল্পী মুখার্জী ২১) সন্দীপ মিল ২২) অমল বোস ২৩) তপন কুমার ঘোষ ২৪) তাপস কুমার চক্রবর্তী ২৫) রিঙ্কা বিশ্বাস ২৬) গৌতম সুন্দর ২৭) শোভন চক্রবর্তী ২৮) মিনাক্ষী পাল ২৯) নমিতা পাল ৩০) রামকৃষ্ণ বসাক ৩১) মালঞ্চ সাহা ৩২) রীতা দাস ৩৩) বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ৩৪) ইরা দত্ত ৩৫) প্রিয়জিত ভৌমিক ৩৬) শান্তি ব্যানার্জী ৩৭) রীতেশ ঘোষ ৩৮) শীলা নন্দী ৩৯) অমিতাভ সিনহা ৪০) দেবাশিষ ভট্টাচার্য ৪১) ডাঃ শুভাশিষ ভট্টাচার্য ৪২) শুভাশিস সুর ৪৩) পুলক কুমার সুর ৪৪) সমীরণ গুহ রায় ৪৫) রূপা ব্যানার্জী ৪৬) মঞ্জুশ্রী সাহা ৪৭) নিশ্চিন্ত রাহা ৪৮) দেবাশীষ দাস ৪৯) নমিতা রায় ৫০) রাজা কর ৫১) ডাঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী ।৫২) আশিস ভট্টাচার্য ৫৩) কমলকান্তি ঘোষ ৫৪) বনিতা দাস ৫৫) আলোকনা সিকদার ৫৬) মধুমিতা পাত্র ৫৭) শুভময় কুণ্ডু ৫৮) সুদীপা কর্মকার ৫৯) গোপাল সাহা ৬০) তাপস মুখার্জি ৬১) উমেশ গুপ্তা ৬২) মনু শেঠ ৬৩) অনুপম রায় ৬৪) শরদিন্দু চ্যাটার্জি ৬৫) বুদ্ধদেব শর্মা ৬৬) মেনালিসা হালদার ৬৭) বিক্রম রায় ৬৮) টিম আহান ৬৯) সুকুমার পাল ৭০) শিশির (টিঙ্কু) ভট্টাচার্য্য ৭১) সব্যসাচী বসু ৭২) এস. এস. চন্দ ৭৩) তনয় মাইতি ৭৪) বিশ্বজিৎ ঘোষ ৭৫) সমাজেন্দ্র পাল।

**সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন** থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা- ৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০,৬৫৭২,৯৮৩০৫ ৬০২৯৬, ৯৪৩৩০ ৯৮০২২


Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 033 2543 6465/ 98305 60296/ 98315 77444,